স্বাভাবিকভাবে।

Tyler এর নৈর্ব্যক্তিক মডেল (Tyler's Objective Model)

Tyler এর মডেল পাঠক্রম মূল্যায়নের জন্য অপেক্ষাকৃত একটি কম জটিল প্রক্রিয়ার বিবরণ। যে নীতির উপর এই মডেল প্রতিষ্ঠিত, এক কথায় তার মূল নিহিত আছে, পাঠক্রমের পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনাভিত্তিক কার্যক্রমের সার্থকতা বা কার্যকারিতা বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে। এই নীতি Scriven এর মডেলের বিপরীত এবং Eisner এর মডেলের তুলনায় সম্পূর্ণই আচরণবাদী (Behaviouristic) দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী।

Tyler এর মতে পাঠক্রমের মূল্যায়ন হবে পূর্বনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। এখানে দুরকম ভাবে উদ্দেশ্য কথাটির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এক, পাঠক্রমের নক্সা রচনার সময় পাঠক্রম রচয়িতা যে উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, সেই উদ্দেশ্য কতটা পূরণ হয়েছে তাঁর মানাংকন (Assessment) এর মাধ্যমে মূল্যায়ন আর দুই, পাঠক্রমের বিষয়বস্তু, উদ্দিষ্ট শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য শর্তানুযায়ী যে উদ্দেশ্য পাঠক্রমের প্রয়োগের মাধ্যমে পূরণ হতে পারে, সেই সম্ভাব্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পাঠক্রমের মূল্যায়ন করা। যেভাবেই হোক, শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত লক্ষ্যের সঙ্গে কতটা সাযুজ্য রক্ষা করতে পেরেছে তার বিচার করাই মূল্যায়নকারীর কাজ।

Tyler এর মডেল অনুযায়ী পাঠক্রম মূল্যায়নের পদ্ধতি কী হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে মূল্যায়নকারী কোন কোন উদ্দেশ্য মূল্যায়নের জন্য নির্বাচন করেন এবং কীভাবে ওই সমস্ত উদ্দেশ্যকে সংজ্ঞায়িত করেন তার উপর। এই প্রক্রিয়া আসলে পাঠক্রমের যথার্থতা (Validity) নির্ণয়ের একটি প্রয়াস মাত্র।

Scanned with CamScanner